যখন পুণ্যের সঙ্গে পাপের দেখা

অরুণ জেটলি, রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা

২০১৪ র সাধারণ নির্বাচনের দৌড়ে গত ২৪ ঘণ্টা বিজেপির কাছে খুবই ঘটনাবহুল। গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা দার্জিলিং সহ উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটা আসনে বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সমর্থন বিজেপির জয়ে অনূকুল ভূমিকা নেবে। বাংলায় আসন পাওয়ার সমভাবনা এখন বাস্তবায়িত হতে পারে। একই সঙ্গে অসম গণপরিষদের প্রাক্তন সভাপতি চন্দ্রমোহন পাটোয়ারির নেতৃত্বে দলের একটা বড় অংশ বিজেপিতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাই এটা আশা করা যায় যে অসমের বেশ কয়েকটা লোকসভা আসনে গুরুত্বপূর্ন প্রতিযোগী হয়ে উঠবে বিজেপি।অগপ র গুরুত্বপূর্ন নেতারা যদি বিজেপিতে যোগদান করেন তবে অসমের একমাত্র অ-কংগ্রেসী পার্টি হিসেবে বিজেপির অবস্থান আরও মজবুত হবে।

বেশ কয়েকটা রাজ্যে অন্যান্য দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন অনেকে।পরের কয়েকটা দিন দক্ষিণ ভারতের তিন রাজ্য কর্নাটক অন্ধ্র প্রদেশ ও তামিলনাড়ুর পরিস্থিতি বিজেপি ও এনডিএর জন্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হবে।এই সমস্ত ঘটনাপ্রবাহ ভারতের পূর্ব এবং দক্ষিণের রাজ্যগুলি যেখানে বিজেপির সংগঠন খুব একটা মজবুত নয়, সেখানেও তাদের শক্তিবৃদ্ধি করবে।

পাশাপাশি কংগ্রেস ও আমআদমি পার্টিরও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে।মধ্যপ্রদেশের ভিন্দের কংগ্রেস প্রার্থী দলের মনোনয়ন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।একই সঙ্গে বিজেপিতে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। আপ দাবি করে চন্ডীগড়ে তাদের ভাল জনসমর্থন রয়েছে।চন্ডীগড়ের আপ প্রার্থীও মনোনয়ন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কারণ তিনি মনে করেন দলের সাংগঠনিক সমর্থনে ঘাটতি রয়েছে। অধিকাংশ মানুষই সমভ্রাব্য জয়ী হিসেবে যাকে চিন্হিত করেন সেই দলের কেন্দ্রাভিমুখে যান। সমভ্রাব্য পরাজিতের সঙ্গে থাকেননা মানুষ।কিন্তু প্রকাশ্যে নাম ঘোষণার পর কোনও প্রার্থীর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত অনভিপ্রেত।এটা একমাত্র তখনই ঘটে যখন প্রার্থী বুঝতে পারে যে তাঁর জয়ের কোনও সমভাবনাই নেই।

আপের মিডিয়া হনিমুন এবার শেষের পথে। যদিও মিডিয়া আপের সদস্যদের নিয়ে বড় বড় রিপোর্ট করেছে, কিন্তু এখন চাইছে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গেই তাদের স্ক্রুটিনির

মুখে ফেলতে। অত্যাধিক কভারেজ দিয়ে আপকে বিজেপির টেলিভিশন প্রতিদ্বন্দ্বী ও কংগ্রেসের ময়দানের প্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলেছে বিভিন্ন মিডিয়া। সমপ্রতি ইউ টিউবে একটা ভিডিও লোড করা হয়েছে। যেখানে আপের সভাপতির সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন একটা প্রথম সারির চ্যানেলের একজন অ্যাঙ্কর।দুজনের কথোপকথনে, কোথায় জোর দেওয়া উচিৎ আর কোন জায়গাটা বাদ দেওয়া উচিৎ সে প্রসঙ্গটাও রয়েছে। আপ নেতার কোন কথা মধ্যবিত্তের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, তানিয়ে স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণ চলছে। আমাদের কোনওদিন এতভাগ্য হয়নি।এর থেকে এটাই স্পষ্ট যে যা তাঁরা নন সেটাই ভাণ করছেন আপের নেতারা।যা সত্যি নয় তাই তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। বাস্তব এবং যা সামনে আসছে তারমধ্যে কোনও মিল নেই।যখন পাপের সঙ্গে পুণ্যের মোলাকাত হয় কোনও ষড়যন্ত্র আশা কোরোনা।